FEB 7 2001

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ...৮... কলাম ...৩...

ইনকিলাব ঃ ছয় দফা দাবী পূরণ ও নয় দফার ধারাসমূহ বাতিলের দাবীতে গতকাল কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের মহাসমাবেশে বক্তব্য রাখছেন প্রফেসর এম শরীফুল ইসলাম

ব্যর্থ শিক্ষামন্ত্রী সমস্যা ও সংকট ছাড়া কিছুই দিতে পারবেন না ঃ তার অপসারণ চাই

শিক্ষক-কর্মচারী মহাসমাবেশে বক্তাগণ

স্টাফ রিপোর্টার ঃ গতকাল (মঙ্গলবার) শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের প্রতিনিধি মহাসমাবেশ থেকে শিক্ষামন্ত্রীর অপসারণ দাবী করা হয়েছে। বক্তারা বলেন, এই ব্যর্থ শিক্ষামন্ত্রী সমস্যা ও সংকট ছাড়া কিছুই দিতে পারবেন না। তাই তাকে অপসারণ করতে হবে। মহাসমাবেশের ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে, আগামী ২১ ফেব্রুয়ারীর মধ্যে শিক্ষক স্বার্থবিরোধী ৯ দফা চুক্তির ধারাসমূহ বাতিলসহ শিক্ষক-কর্মচারীদের ৬ দফা মেনে নেয়া না হলে আগামী ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারী সকল স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসায় ২ দিন পূর্ণদিবস ধর্মঘট পালন করা হবে। ১৬ এপ্রিল ঢাকায় মহাঅবস্থান ধর্মঘট ও আমরণ অনশন কর্মসূচী।

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে আয়োজিত শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের এই প্রতিনিধি মহাসমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতির প্রতিষ্ঠাতা মহাসচিব ও ঐক্যজোটের প্রধান সমন্বয়কারী প্রফেসর এম শরীফুল ইসলাম। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি শেখ আমানুল্লাহ, বাংলাদেশ অধ্যক্ষ পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ মোঃ মাজহারুল হান্নান, বাংলাদেশ জমিয়াতুল মুদার্রেছীনের মহাসচিব মাওলানা এম এ লতিফ, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মোঃ সেলিম ভুঁইয়া, বাংলাদেশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্মচারী ফেডারেশনের মহাসচিব মোঃ শফিকুল আলম, ঐক্যজোট নেতা প্রিন্সিপাল আবদুর রশীদ (রাজশাহী), ইসহাক হোসেন, প্রিন্সিপাল মুজিবুর রহমান, প্রিন্সিপাল চৌধুরী শহীদ হোসেন, জনাব আবদুল খালেক (গাজীপুর), মাওঃ শাব্বীর আহমদ মোমতাজী (গাজীপুর), সাবেক মহিলা এমপি প্রিন্সিপাল রহিমা খন্দকার (জামালপুর), কাজী আবদুর রাজ্জাক (কুষ্টিয়া), মহিবুর রহমান চৌধুরী (চট্টগ্রাম), কাজী মুজিবুর রহমান (বরিশাল), এ টি এম আবদুল্লাহ (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), এস এম আবদুল জলিল (খুলনা), মহানগর কলেজ

৫-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

ব্যর্থ শিক্ষামন্ত্রী সমস্যা ছাড়া কিছু দিতে পারবেন না

৮-এর পৃষ্ঠার পর

শিক্ষক সমিতির চৌধুরী শহীদ হোসেন, মাওঃ নূর মোহাম্মদ (বরিশাল), অধ্যাপক সিদ্দিকুর রহমান, বাবু সরকার পরিতোষ, মাদ্রাসা কর্মচারী ইউনিয়নের নেতা আবুল কালাম আজাদ, আবদুল বারী, মুকবুল আহমদ, মাহবুর রহমান, খন্দকার আবদুস সামাদ প্রমুখ। সমাবেশের সাথে সংহতি প্রকাশ করে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন (বিএফইউজে)'র সভাপতি আমানুল্লাহ কবীর। বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির মহাসচিব আক্কাস আলীসহ কতিপয় পেশাজীবী, ছাত্র ও যুব সংগঠনও মহাসমাবেশের সাথে সংহতি প্রকাশ করে।

মহাসমাবেশ থেকে বলা হয়, প্রধানমন্ত্রীকে বলে দিতে চাই– আপনার শিক্ষামন্ত্রী আমাদেরকে রাজপথে নামার পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। রাজপথে যখন নেমেছি দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত ঘরে ফিরে যাবো না। সমাবেশে বক্তাগণ বলেন, জমিরউদ্দীন সরকার বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে শিক্ষক সমাজকে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল, বিএনপি'র পতনের মধ্যদিয়ে সে ক্ষোভ প্রশমিত হয়েছিল, আজ আবার শিক্ষক সমাজকে ন্যায্য দাবী থেকে বঞ্চিত করে তাদের ক্ষেপিয়ে দেয়া হয়েছে। এই শিক্ষামন্ত্রীকে অপসারণ করা না হলে আওয়ামী লীগকেও তার পরিণতি ভোগ করতে হবে।

অধ্যক্ষ শরীফুল ইসলাম সভাপতির ভাষণে বলেন, শিক্ষক আন্দোলন নিয়ে কেউ রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করুক– তা চাই না, কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর কাছে জানতে চাই শিক্ষক-কর্মচারীদের ক্ষুধামুক্তির আন্দোলনকে আপনি কোথায় নিয়ে যেতে চান?

তিনি এই শিক্ষামন্ত্রীকে একজন ব্যুরোক্র্যাট ও হিপোক্র্যাট আখ্যায়িত করে বলেন, এই ব্যর্থ শিক্ষামন্ত্রী সমস্যা ও সংকট ছাড়া আর কিছুই দিতে পারবে না। তাকে অপসারণ করতে হবে।

শেখ আমানুল্লাহ বলেন, ৯ দফা চুক্তি স্বীকার করি না। ঐ ৯ দফা নিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর সাথে কোন আলোচনা হয়নি। এটা আলোচনার সাথে শুধুমাত্র শিক্ষামন্ত্রীর চাপিয়ে দেয়া সিদ্ধান্ত। তিনি বলেন, এই শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষকদের টাইম স্কেল বন্ধ করে দিয়েছেন। কল্যাণ ট্রাস্টকে অকার্যকর করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, শিক্ষকদের ৩য় বিভাগ নিয়েও নানা-টালবাহানা চলছে। আমাদের পরিষ্কার কথা– সকল স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসার সকল ৩য় বিভাগধারীকে এমপিওভুক্ত না করা পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।

মাওঃ আবদুল লতিফ বলেন, শিক্ষক সমাজকে আবার ঐক্যবদ্ধ হয়ে ৬ দফা আদায়ের সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। কারণ এই ৬ দফা শিক্ষক সমাজের মুক্তির সনদ। অধ্যক্ষ মাজহার হান্নান বলেন, এই সরকার শিক্ষকদের পেনশন স্কীমের টাকা কল্যাণ

ট্রাস্টে জমা দিয়ে শিক্ষকদের সাথে প্রতারণা করেছে। ভারতেও বেসরকারী শিক্ষকরা পেনশনের টাকা পেয়ে থাকে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষকদের কণ্ঠ চেপে ধরতে চায়। শফিকুল আলম বলেন, এই সরকার কর্মচারীদের চাকরি বিধি ঘোষণা করতে দিচ্ছে না। নানা অজুহাত তুলে কর্মচারীদের মাসিক বেতনভাতাও স্থগিত করে রেখেছে।

অধ্যক্ষ ইসহাক বলেন, সমাজ গড়ার কারিগরদের অবহেলিত রেখে কোন জাতি উন্নতি করতে পারে না। কিন্তু এই শিক্ষামন্ত্রীর এ দেশের শিক্ষা ও শিক্ষকদের প্রতি কোন সহানুভূতি নেই। অধ্যক্ষ মুজিবুর রহমান, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যতদিন ৩য় বিভাগ দেয়া হবে, ততদিন শিক্ষক নিয়োগ ৩য় বিভাগ থাকবে। সেলিম ভুঁইয়া বলেন, এই শিক্ষামন্ত্রী বিদেশী রাষ্ট্রের সাথে চুক্তি করে শিক্ষক আনার ষড়যন্ত্র করছে। তিনি শিক্ষামন্ত্রীর অপসারণ দাবী করে বলেন, এই শিক্ষামন্ত্রীর আমলে শিক্ষকদের দাবী আদায় করতে গিয়ে মতিউর রহমান নিহত হয়েছেন, শহীদুল্লাহ নিহত হয়েছেন। এর দায়ে এ দেশের শিক্ষক সমাজ অবশ্যই শিক্ষামন্ত্রীর বিচার করবে।

এসএম আবদুল জলিল বলেন, শিক্ষামন্ত্রীর ৯ দফা চুক্তি শিক্ষক মারার চুক্তি। ৩য় বিভাগ পেয়ে যদি ভিসি নিয়োগ পেতে পারে, মন্ত্রী, আমলা হতে পারে, শিক্ষক নিয়োগ হতে পারবে না কেন? আবদুল বারী বলেন, এই সরকার শিক্ষকদের জন্য কিছুই করেনি। এই শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষকদের ওপর কালো চুক্তি চাপিয়ে দিয়েছে। মহিবুর রহমান চৌধুরী বলেন, এই শিক্ষামন্ত্রীর ছেলে আমেরিকাতে পড়ে। তাই তিনি এ দেশের ছাত্র সমাজের জীবন নিয়ে উদ্বিগ্ন নন। রহিমা খন্দকার বলেন, এই প্রধানমন্ত্রী যখন বিরোধী দলে ছিলেন তখন বলেন বিএনপি সরকারকে দিয়ে কিছুই হবে না। কিন্তু আপনার সরকারের সাড়ে ৪ বছর চলে যাচ্ছে– কিছুই যে পেলাম না।

সমাবেশে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দলে দলে শিক্ষক-কর্মচারীগণ মিছিল সহকারে ১১টা থেকেই সমবেত হতে থাকেন। তারা বারবার শ্লোগান দিয়ে রাজপথে কঠোর কর্মসূচী দাবী করতে থাকে। দুপুর ১২টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত সমাবেশে হাজার হাজার শিক্ষক-কর্মচারী প্রতিনিধিগণ অবস্থান করেন।

এই প্রতিনিধি মহাসামবেশে গৃহীত প্রস্তাবে অবিলম্বে এই শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের ৬ দফা বাস্তবায়ন অবিলম্বে ২৪ আগস্ট ২০০০-এর ৯ দফা চুক্তির শিক্ষক স্বার্থবিরোধী শর্তসমূহ বাতিল, সকল ধরনের শিক্ষক-কর্মচারী নির্যাতন বন্ধ, অবিলম্বে পাঠ্যপুস্তকের সঙ্কট নিরসনের ব্যবস্থা করতে এবং তদন্তের মাধ্যমে এই সঙ্কট সৃষ্টির জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ,

এসএসসি, এইচএসসি ও দাখিল পরীক্ষাসহ সকল পাবলিক পরীক্ষা সুন্দর, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নকলমুক্ত পরিবেশে গ্রহণের দাবী জানানো হয়। তা না করা হলে শিক্ষক-কর্মচারীরা পরীক্ষা কাজ থেকে বিরত থাকবেন এবং ঐ সকল পরীক্ষা বর্জন করবেন।

মহাসমাবেশ শেষে পরবর্তী কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়। কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে ১০ থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারী যে সকল উপজেলায়/থানায় শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের কমিটি গঠিত হয়নি সেখানে কমিটি গঠন করে কেন্দ্রে প্রেরণ, ১৬ থেকে ২০ ফেব্রুয়ারী যে সকল জেলায় শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের কমিটি গঠিত হয়নি সে সকল জেলায় শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের কমিটি গঠন করে কেন্দ্রে প্রেরণ, ২১ ফেব্রুয়ারী শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের ব্যানারে উপজেলায়/থানায় ও জেলায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন, ২৪-২৫ ফেব্রুয়ারী ২দিন পূর্ণদিবস কর্মবিরতি পালন, ২৬ ফেব্রুয়ারী থেকে ৩১ মার্চ ৬ দফা দাবীর সমর্থনে গণসংযোগ ও গণস্বাক্ষর অভিযান, ৩ মার্চ সাংবাদিক সম্মেলন, ২ এপ্রিল থেকে ১০ এপ্রিল বিভাগীয় সমাবেশ এবং ১৬ এপ্রিল সোমবার ঢাকায় মহাঅবস্থান ধর্মঘট দাবী মানা না হলে আমরণ অনশন।

প্রথম পাতার পর